জাতীয় রেশম নীতি-২০২১

১.০ ভূমিকা:

১.১ সুদূর অতীতকাল থেকে বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। রেশম চাষ মূলত: শ্রম নির্ভর একটি গ্রামীণ শিল্প। বস্ত্র সামগ্রীর মধ্যে রেশম একটি সমাদৃত পণ্য হিসেবে অনন্য স্থান দখল করে রয়েছে। এ খাতে নিয়োজিত জনবলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গ্রামীণ দুস্থ মহিলা। ফলে দারিদ্র বিমোচনে রেশম শিল্প এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। একারণে সরকার প্রণীত দারিদ্র বিমোচন নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে রেশম পণ্য উৎপাদনের সকল স্তরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় রেশম পণ্যকে প্রতিযোগি করে তোলা বিশেষ প্রয়োজন।

১.২ রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবিধিসমূহের পুর্নঃবিন্যাস প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথভাবে রেশম শিল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এমনভাবে সমন্বয় করতে হবে, যাতে স্ব স্ব দায়িত্বসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ম্যাধমে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থবহ হয়ে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

১.৩ দেশের রেশম শিল্প বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। এসকল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এ শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন এবং বাণিজ্য বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যকে প্রতিযোগী করার নিমিত্ত জাতীয় রেশম নীতিমালা প্রণয়ন ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। আর এ লক্ষ্য সামনে রেখেই “জাতীয় রেশম নীতি-২০২১” প্রণয়ন করা হলো।

২.০ পরিধি:

রেশম খাতের বিদ্যমান সমস্যা, রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে রেশম পণ্যকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে গবেষণা সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ জোরদার, রেশম খাতে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান, রেশম শিল্পের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রেশম শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্য ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, স্থানীয় রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে রেশম পণ্য আমদানীর উপর শুল্ক ও করের পুনঃর্বিন্যাস, দরিদ্র রেশম চাষীদের ক্ষুদ্র ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়াদি রেশম নীতিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৩.০ রেশম নীতির উদ্দেশ্যে:

৩.১ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচা রেশমকে ‘কৃষি পণ্য’ এবং রেশম শিল্পকে ‘কৃষিভিত্তিক শিল্প’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

৩.২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG’S) আলোকে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ দরিদ্রগোষ্ঠীকে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৩.৩ রেশম খাতের কর্মকান্ডের বিভিন্ন স্তরে গবেষণা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ জোরদার এবং লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদিত রেশম পণ্যাদির গুণগতমান বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও রেশম পণ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন নিশ্চিত করা।

৩.৪ রেশম শিল্পকে টেকসই করার জন্য উৎপাদন চেইনের প্রতিটি স্তরে উদ্যোক্তা তৈরি করা।

৩.৫ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং যথাশীঘ্র

রেশম সুতা ও বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

৩.৬ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন।

৩.৭ বাণিজ্য-বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় রেশম শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন, গুণগতমান উন্নয়ন ও দামের দিক থেকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগি করে তোলা।

৪.০ বাস্তবায়ন কৌশল:

জাতীয় রেশম নীতির বর্ণিত উদ্দেশ্যেসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা হবে:

৪.১ রেশম খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও এনজিওসমূহ সম্প্রসারণ সেবা, গবেষণা জোরদারের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, দরিদ্র চাষীদের সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান;

৪.২ রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ ও রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদনের জন্য জার্মপ্লাজম মেইনটেনেন্স সেন্টারকে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিতকরণ;

৪.৩ রেশম পণ্যের চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সুষমকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই) এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নতুন রিলিং, টুইস্টিং, স্পিনিং, উইভিং ও ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপন;

৪.৪ টেকসই রেশম শিল্পের জন্য ফার্মিং পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র,মাঝারি এবং বৃহৎ উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে।

৪.৫ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ করে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র মহিলাদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;

৪.৬ উন্নত মানের তুঁত পাতার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তুঁতচাষীদের সরকারি খাস জমি বরাদ্দের ব্যাপারে অগ্রাধিকার এবং রেশম চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত দরিদ্র চাষীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;

৪.৭ রেশম পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মানোন্নয়ন এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

৪.৮ স্থানীয় উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের অবৈধ আমদানী রোধকল্পে আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট প্রয়োজনানুযায়ী নির্ধারণ করা হবে;

৪.৯ রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ' ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে;

৪.১০ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবিধিসমূহ পূনঃর্বিন্যাসের মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;

৫.০ রেশম খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ:

৫.১ উন্নত তুঁত জাত সঠিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ না করায় চাহিদানুযায়ী মানসম্মত তুঁতপাতা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না;

৫.২ আবহাওয়া সহিষ্ণু উৎপাদনশীল প্রজাতির (race) পলুপালন ও সঠিক কারিগরি দক্ষতার

অভাবে নিম্নমানের রেশম গুটি উৎপাদন;

৫.৩ পলুপালনে সঠিক পরিবেশের অভাব এবং লাগসই প্রযুক্তি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে কাঠামোগত দূর্বলতা;

৫.৪ রেশম গুটি শুকানো ও সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও অনুসরণের অভাব এবং কাটঘাই ও সনাতন রিলিং মেশিনের উপর অতি নির্ভরশীলতার ফলে নিম্নমানের কাঁচা রেশম উৎপাদন;

৫.৫ কাঁচা রেশম ও সুতার আমদানি মূল্য কম হওয়ায় স্থানীয় রেশম শিল্পে দেশীয় কাঁচা রেশম ও সুতার ব্যবহার আশানুরুপ নয়;

৫.৬ দেশী-বিদেশী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বৈচিত্র্যময় এবং উন্নতমান ও ফ্যাশন সমৃদ্ধ রেশম পণ্য উৎপাদনের দক্ষতার অভাব;

৫.৭ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় রেশম পণ্যাদির বাজারজাতকরণের কৌশল অবলম্বন ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টার অভাব;

৫.৮ রেশম পণ্যের বহুমুখীকরণ, আকর্ষণীয় নকশা ও ফ্যাশনের অভাব;

৫.৯ রেশম চাষ এবং রেশম শিল্পের উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক ও সমন্বয়ের অভাব;

৫.১০ রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও মোটিভেশন কার্যক্রমের অপ্রতুলতা;

৫.১১ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নে অপরিহার্য বিষয়ে ভর্তূকী প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা এবং অপর্যাপ্ত ঋণ সহায়তা;

৫.১২ ক্ষুদ্রঋণ সহায়তার অভাব;

৫.১৩ ক্ষুদ্রচাষীদের রেশম গুটি ও সুতার বাজারজাতকরণের সমস্যা;

৬.০ রেশম পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা:

রেশম চাষের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদিত রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি, কাঁচা রেশম, রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্রের বিদ্যমান (২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ভিত্তিতে) চাহিদা ও বাস্তব উৎপাদন এবং আগামী ৫ বছর পর (২০২২-২৩ সাল নাগাদ) বর্ণিত রেশম পণ্যাদিও অভিক্ষেপিত চাহিদা উৎপাদন ঘাটতির পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হয়েছে।

৬.১ বিদ্যমান চাহিদা ও উৎপাদন:

রেশম খাতে রেশম বস্ত্র, কাঁচা রেশম/রেশম সুতা, রেশম গুটি ও রোগমুক্ত ডিম এর বিদ্যমান (২০১৮-১৯) চাহিদা যথাক্রমে ৪.০০ মিলিয়ন মিটার, ৩০০ মেট্রিক টন, ৩৬.০০ মেট্রিক টন ও ১২.০০ মিলিয়ন সংখ্যা। বর্ণিত চাহিদার বিপরীতে দেশে বর্ণিত রেশম পণ্যের বাস্তব উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২.৫০ মি: মিটার, ৪০ টন, ৫০০ টন এবং ২.৫ মি: সংখ্যা। অথাৎ চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২.৫ মি: মিটার, ২৬০ টন, ৩.১০০ মেট্রিক টন ও ৯.৫০ মি: সংখ্যা। কাজেই চাহিদা ও উৎপাদনের এবং বিরাট ঘাটতি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে।

৬.২ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা:

৬.২.১ মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩):

দেশে বিদ্যমান চাহিদার বিপরীতে স্থানীয়ভাবে স্বল্প পরিমাণে রেশম পণ্য উৎপাদিত হয়। ভবিষ্যতে রেশম বস্ত্রের

স্থানীয় ও রপ্তানী চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেশম পণ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন বর্তমান ধারায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। আগামী ২০২২-২৩ সাল নাগাদ বিভিন্ন রেশম পণ্যের অভিক্ষেপিত চাহিদা ও উৎপাদন-ঘাটতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট -১ এ দেখানো হয়েছে। বর্ণিত অভিক্ষেপণে (২০২২-২৩ সাল নাগাদ) বিভিন্ন রেশম পণ্যের চাহিদা ৭৫ শতাংশ রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে মিটানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পরিকল্পিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০২২-২৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৩.৩০ মিলিয়ন মিটার রেশম বস্ত্র, ২৬০ মেট্রিক টন কাঁচা রেশম, ৩১০০ টন রেশম গুটি ও ৯.৫০ মিলিয়ন রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করতে হবে।

৬.২.২ দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যাত্রা (২০২৮-২৯):

আগামী ২০২৮-২৯ সাল নাগাদ বিভিন্ন রেশম পণ্যের অভিক্ষেপিত চাহিদা ও উৎপাদন ঘাটতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট -১ এ দেখানো হয়েছে। বর্ণিত অভিক্ষেপণে (২০২৮-২৯ সাল নাগাদ) বিভিন্ন রেশম পণ্যের চাহিদার ৯০ শতাংশ রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ) স্থানীয়ভাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০২৮-২৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৫.৫০ মিলিয়ন মিটার রেশম বস্ত্র, ৪৪৪ মেট্রিক টন কাঁচা রেশম , ৫.৩১৪ টন রেশম গুটি ও ১৬.৮৫ মিলিয়ন রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন করতে হবে।

৭.০ রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ:

৭.১ রেশম পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া:

৭.১.১ তুঁতজাত সংরক্ষণ ও তুঁতপাতা উৎপাদন;

৭.১.২ রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ:

৭.১.৩ রেশম গুটি উৎপাদন, শুকানো ও বাজারজাতকরণ;

৭.১.৪ রেশম গুটি বাছাইকরণ, গ্রেডিং ও মোড়কিকরণ;

৭.১.৫ রেশম সুতা উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ:

৭.১.৬ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ সেবা;

৭.১.৭ রেশম বস্ত্র বয়ন ও ডাইয়িং-ফিনিশিং ইত্যাদি।

৭.২ রেশম শিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ:

৭.২.১ রেশম পণ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদন জোরদার ও মানোন্নয়ন;

৭.২.২ অতুঁত রেশম ও দ্বি-চক্রী রেশম পলু চাষ প্রবর্তন;

৭.২.৩ গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৭.২.৪ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আন্ত:সম্পর্ক তৈরি;

৭.২.৫ কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি ও হালনাগাদকরণ:

৭.২.৬ রেশম শিল্পের উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা সর্বত্র ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৭.২.৭ রেশম চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, প্রযুক্তিকরণ ও প্রণোদনামূলক অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

৭.২.৮ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ;

৭.২.৯ বাজার গবেষণা ও বিপণনের সহায়তা প্রদান;

৭.২.১০ রেশম বস্ত্রের মানোন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৮.০ রেশম উপখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত নীতিমালা:

৮.১ তুঁতপাতা সংরক্ষণ ও উৎপাদন:

৮.১.১ স্ট্রীপ টাইপ চাষের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল ঝোঁপ ও লোকাট তুঁত চাষ পদ্ধতির অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং বিদ্যমান তুঁতগাছের বিজ্ঞান সম্মত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে।

৮.১.২ তুঁত চাষে প্রচুর পরিমাণ জমির প্রয়োজনের কারণে তুঁতচাষ সরকারের বনায়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্পাদন করা হবে। ভবিষ্যতে গোষ্ঠী এবং সামাজিক বনায়নের পাশাপাশি রেশম অধ্যুষিত এলাকায় তুঁতচাষ সামাজিক বনায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বন বিভাগের সংগে পরামর্শক্রমে তুঁতগাছের চারা রোপণ/কর্তন করা যেতে পারে।

৮.১.৩ সরকারের খাস জমি বিতরণ পরিকল্পনার আওতায় তুঁতচাষের জন্য গ্রামাঞ্চলে তুঁত চাষীদেরকে জমি বরাদ্দের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.১.৪ বাঁধ, বন এলাকায়, খাস জমিতে, নদীর পাশে, খাল/পরিখার পাড়ে ও সংযোগ সড়কে গাছ-তুঁত চাষ করা হবে।

৮.১.৫ তুঁতজমিতে মিশ্র ও সাথী ফসলের চাষ উৎসাহিত করা হবে।

৮.১.৬ ভবিষ্যতে পৌর এলাকা ও গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হবে তুঁত চাষাবাদের উপর্যুক্ত জমি এবং তুঁতগাছ/বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করা ইচ্ছাকৃতভাবে তুঁতগাছের ক্ষতিসাধন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

৮.১.৭ তুঁত বাগান প্রতিষ্ঠার প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তুঁত চাষীদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.১.৮ গাছ, তুঁত, ঝোঁপ এবং লোকাট উচ্চ ফলনশীল তুঁতচাষীদের ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প হার সুদে সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋনের ব্যবস্থা করা হবে।

৮.১.৯ লোকাট তুঁতচাষের পাশাপাশি গাছ তুঁত পদ্ধতি চালু রাখা এবং যেহেতু লোকাট তুঁত অথবা গাছ তুঁত চাষ থেকে পাতা পেতে কমপক্ষে দু' বছর সময়ের প্রয়োজন হয়, সেহেতু এ অন্তবর্তীকালীন সময়ে রেশম চাষ ও দারিদ্র বিমোচনের জন্যবুশ জমির পরিচর্যার জন্য (সরকারের বিভিন্ন) খাদ্য সহায়তা (Food for works) এবং V.G. F/V. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আর্থিক ভাতা ব্যবস্থা করা হবে।

৮.২ রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ, রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ:

৮.২.১ জার্ম প্লাজম মেইনটেনেন্স সেন্টারে (GMC) বিএসআরটিআই কর্তৃক পিতৃ-মাতৃজাত রেশম পোকার বীজ এবং প্রজাতির স্থায়ী মজুদ নিশ্চিত করা হবে। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পিতৃ-মাতৃজাত সংরক্ষণ করলে তার মান নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধান বিএসআরটিআই এর উপর ন্যস্ত থাকবে। বিভিন্ন রেশম পোকার প্রজাতির বংশগত গুণাবলী অক্ষুন্ন রাখার জন্য GMC কে আরও আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

৮.২.২ বর্তমানে রেশম পোকার রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন ও বিতরণ পদ্ধতি ক্রমাগত চাকী পালন পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

৮.২.৩ বাণিজ্যিকভাবে পলু পালনের জন্য মৌসুম উপযোগী উচ্চফলনশীল শংকর জাতের ডিম উৎপাদন করার উপযুক্ত অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

৮.২.৪ শুধুমাত্র উচ্চফলনশীল ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৮.২.৫ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল রেশম ডিম সীমিত আকারে আমদানি করা যাবে। তবে তা অবশ্যই কোয়ারেন্টাইন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগমুক্ত নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৩ রেশম গুটি উৎপাদন , শুকানো ও বাজারজাতকরণ:

৮.৩.১ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,~~বিএসএফ~~ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো কর্তৃক নিদিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতায় রেশম চাষের উপযুক্ত এলাকায় আরো দ্রুতগতিতে বেশী পরিমাণ চাকী পালন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অভিজ্ঞ চাষিদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক তুঁতচাষি নির্বাচন করে তাদেরকে রেশম পোকা পালনের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বিএসডিবি, বিএসআরটিআই, ~~বিএসএফ~~ এবং এনজিওগুলোর নিজ নিজ সম্প্রসারণ কর্মীর সহায়তায় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে; যাতে তাঁরা অন্য চাষীদের মধ্যে আধুনিক পলুপালন পদ্ধতি প্রচার করতে পারে।

৮.৩.২ বিএসবি ,~~বিএসএফ~~ এবং বিএসআরটিআই কর্তৃক পলুপালনের উন্নত প্রযুক্তির উপর মৌসুম ও জাত উপযোগী পলুপালনের উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা ও পোস্টার প্রকাশ ও বিতরণ করা হবে।

৮.৩.৩ উৎপাদিত রেশম গুটি সঠিক উপায়ে মুখানোর জন্য প্রত্যেক গুটি উৎপাদন এলাকায় পর্যাপ্ত ড্রায়ার স্থাপন করা হবে।

৮.৩.৪ বিএসআরটিআই পলু পালনের সময়কাল বছরে ১০০ দিনেরও বেশী করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাবে অর্থাৎ পলু পালনের মৌসুম বছরে ৬ থেকে ৮ চক্র অথবা তারও বেশী করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে যাতে রেশম চাষকে নিয়মিত পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৮.৩.৫ উন্নত পলু পালনের ঘর নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিএসডিবি,~~বিএসএফ~~ বিএসআরটিআই এবং এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রম ক্ষুদ্র ঋন পরিকল্পনার আওতায় আনবে এবং মন্ত্রনালয় ক্ষুদ্র ঋন ব্যবস্থার কাঠামো (modality) তৈরি করবে।

৮.৩.৬ প্রতি একশতটি রোগমুক্ত ডিমের (Dfls) গ্রেনের সংখ্যা ৫০ হাজার নির্ধারণ করা হবে।

৮.৩.৭ ভর্তুকী মূল্যে চাষিদের বিশোধক সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

৮.৪ রেশম সুতা উৎপাদন, মানোন্নয়ন ও বিক্রয়:

৮.৪.১ গুটি বাছাই, গ্রেডিং, শুকানো এবং মোড়কিকরণের ক্ষেত্রে এমন সব কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হবে যাতে দক্ষতার সাথে সুতা কাটাই করা যায় এবং উন্নতমানের রেশম সুতা তৈরি সম্ভব হয়

৮.৪.২ রেশম গুটি শুকানোর জন্য বিএসআরটিআই উদ্ভাবিত Multi Fuel Dryer /Electric Dryer পদ্ধতি নিশ্চিত করা হবে।

৭.৪.৩ ফাইন সুতা আহরনের জন্য Multi end/semi automatic/ automatic machineব্যবহার করতে

হবে।

৮.৪.৪ গুটি প্রক্রিয়াকরণ ও সুতা কাটাই সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিএসআরটিআই ব্যবহার পদ্ধতির বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরি করে সুতা কাটাইকারীদের নিকট সরবরাহ করবে।

৮.৪.৫ বাংলাদেশ সুতা কাটাই এর লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিএসআরটিআই গবেষণা পরিচালনা

করবে।

৮.৪.৬ ডুপিয়ন সুতার মানোন্নয়নের জন্য উন্নত কাটঘাই ও দেশী চরকা/মেটাল চরকা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৪.৭ উন্নত রেশম সুতা তৈরির জন্য উন্নত কটেজ রিলিং ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা দেয়া হবে।

৮.৪.৮ ডুপিয়ন সুতার মানোন্নয়নের জন্য উন্নত কাটঘাই ও থাই চরকার ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবহারকারীদের অনুদান প্রদান করা হবে।

৮.৪.৯ কাঁচা রেশম বিপণনের সুবিধার্থে পরীক্ষণ ও মানের সনদপত্র ব্যবস্থা চালু করা হবে।

৮.৪.১০ দেশীয় রিলারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গুণগত মানের ভিত্তিতে সুতার সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

৮.৪.১১ আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন 'এ' গ্রেড সুতা উৎপাদনকারীকে 'প্রাইস ইনসেটিভ' দেয়া হবে।

৮.৫ রেশম পণ্য উৎপাদন, মানোন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ:

৮.৫.১ উন্নতমানের রেশম বস্ত্র যেমন- ক্রেপ, কমপেনসেনেক, ভয়েল, জর্জেট, গ্রেনেডাইন, টাফেটা প্রভৃতি তৈরি করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৮.৫.২ রপ্তানীযোগ্য রেশম বস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনে সহজ শর্তে ঋন সুবিধা প্রদান করা হবে। (৮.৬)

৮.৬ প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ সেবা:

৮.৬.১ উন্নতমানের রেশম বস্ত্র যেমন- ক্রেপ, কমপেনসেনেক, ভয়েল, জর্জেট, গ্রেনেডাইন, টাফেটা প্রভৃতি তৈরি করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৮.৬.২ রেশম শিল্পের সাথে জড়িত সকল মাঠকর্মী, তুঁতচাষী, পলু পালনকারী, রিলার ও তাঁতীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

~~৮.৬.৩ লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গবেষণা ও সম্প্রসারণ বিভাগকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।~~

৮.৬.৩ রপ্তানীকারকদের E-commerce এ প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮.৭ রেশম গুটি, সুতা ও অন্যান্য রেশম পণ্য আমদানি-রপ্তানী ও বাজারজাতকরণ:

৮.৭.১ রেশম গুটি, সুতা ও অন্যান্য রেশম পণ্য আমদানি-রপ্তানী:

৮.৭.১.১ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে রেশম শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী উন্নতমানের রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন গ্রেডের কাঁচা রেশম আমদানী করা যাবে। কোনমতেই গ্রেড বিহীন রেশম সুতা আমদানি ও ডামপিং করা যাবে না।

৮.৭.১.২ আমদানিকৃত সুতার মান নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রয়োজনে আমদানিকৃত রেশম সুতার নমুনা বিএসআরটিআইতে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা হবে।

৮.৭.১.৩ রেশম সুতার ব্যবহারকারীকে মোট ব্যবহৃত সুতার কমপক্ষে ২০% স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচা রেশম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রেশম সুতার স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে ব্যবহারের এ হার বৃদ্ধি বা হ্রাস করা হবে।

৮.৭.১.৪ আমদানিকৃত কাঁচা রেশম সুতা দ্বারা উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী করার পাশাপাশি দেশীয় কাঁচা রেশম সুতার তৈরি পণ্য বিদেশে রপ্তানীর দিকে জোর দেয়া হবে এবং এ বিষয়ে উৎসাহমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৮.৭.১.৫ রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রং ও রসায়ন আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক রেয়াত/হ্রাস বা যৌক্তিকিকরণ করা হবে।

৮.৭.২ রেশম গুটি, সুতা ও অন্যান্য রেশম পণ্য বাজারজাতকরণ:

৮.৭.২.১ রেশম পণ্যের বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিশেষভাবে প্রতিযোগী দেশসমূহের কৌশল পর্যবেক্ষণ করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.২ উজ্জলতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাংলাদেশী রেশম পণ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এ দুটি প্রধান গুণ এ ব্যাপারে বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। দেশীয় রেশম বস্ত্র/তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির জন্য সময়োপযোগী Design & Fashion এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

৮.৭.২.৩ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচা রেশম, স্পান রেশম ও ডুপিয়ন রেশম সুতার তৈরি কাপড়ের গুণগত মান উন্নয়নে জোর দেয়া হবে। রেশম বস্ত্রের জামা কাপড়, পর্দা, রুমাল, টেবিল ক্লথ, কুশন, বালিশের কভার, গাড়ির সিটের কভার, ওড়না, পোশাক, বিছানার চাদর ইত্যাদি পণ্যের আকর্ষণীয় নকশা তৈরি/উদ্ভাবনের বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে।

৮.৭.২.৪ রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারীদের পণ্যে রপ্তানীর ব্যাপারে সরকার সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং বাজার সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৫ রেশম পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগি করার জন্য বিভিন্ন দেশে এর শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৭ রেশম পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়ম কানুন সহজতর করা হবে এবং রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট খরচাদি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৮ রেশম পণ্যের আমদানিকারক দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ দেশে উৎপাদিত রেশম পণ্যের রপ্তানী বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৭.২.৯ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেশম সুতার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দেশীয় রেশম বস্ত্র ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। রাষ্ট্রীয় অতিথিদের উপহার প্রদানকালে দেশীয় রেশম সুতার তৈরি পোশাক পরিচ্ছদ বা রেশম জাত দ্রব্য সামগ্রীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৮.৭.২.১০ বিভিন্ন ট্রেড শোতে বাংলাদেশ উৎপাদিত রেশম পণ্যের প্রদর্শন ও বিক্রয়ে সহায়তা দেয়া হবে এবং ট্রেড শোতে অংশগ্রহণের জন্য রেশম পণ্য উ৭পাদনকারীদের সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.৭.২.১১ রেশম গুটি ও পণ্যের ওপেন মার্কেটের সুব্যবস্থা করতে হবে। এতে সরকার সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

৮.৭.৩ খোলা বাজারে রেশম গুটি ও রেশম সুতা বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮.৮ রেশম শিল্পের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও মানোন্নয়ন:

৮.৮.১ বাংলাদেশে রেশম বস্ত্র বয়নে শক্তিচালিত তাঁত কারখানাগুলোকে আধুনিকায়ন করতে হবে। এ

জন্য ব্যাংকসমূহ হতে ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮.৮.২ স্থানীয় কাঁচা রেশম এর ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র রেশম পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচা রেশম সুতা ব্যবহারের অনুপাত হবে কমপক্ষে ১:৪। রেশম সুতার চাহিদা ও স্থানীয় উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় ও আমদানিকৃত রেশম সুতা ব্যবহারের অনুপাত এতদসংক্রান্ত সাব-কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। (রেশম সুতা পরিবহনের ক্ষেত্রে "পারমিট প্রথা" বহাল রাখা হবে; যা বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদান করা হবে)।

৮.৮.৩ চাহিদা অনুযায়ী উইভিং, ডাইয়িং, প্রিন্টিং ও নকশা সম্পর্কে সার্ভিস প্রদানের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের সহায়তায় সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা উৎসাহিত করা হবে।

৮.৮.৪ স্থানীয় রেশম গুটি হতে উৎপাদিত কাঁচা রেশম এবং রেশম বস্ত্রের সুষ্ঠু প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসআরটিআই রেশম প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত Process ও Testing Parameters, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুস্তিকা, লিফলেট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

৮.৯ অতুঁত রেশম ও দ্বি-চক্রী রেশম পলু চাষ:

৮.৯.১ সরকার দেশে আমদানি বিকল্প রেশম সুতা উৎপাদনের লক্ষ্যে দ্বি-চক্রী জাতের পলু পালন উৎসাহিত করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রযুক্তি উন্নয়নে অর্থায়ন করা হবে।

৮.৯.২ বেসরকারি রেশম চাষিদের অবকাঠামো তৈরি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে আর্থিক অনুমাদন দেয়া হবে।

৮.৯.৩ দ্বি-চক্রী পলু চাষ Stabilize না হওয়া পর্যন্ত (৫ বছর) Crop Insurance প্রথা চালু থাকবে যাতে রেশম চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৮.৯.৪ যৌথ উদ্যোগে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৮.৯.৫ পার্বত্য চট্রগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে অতুঁত রেশম (তসর) চাষ উন্নয়নে একটি পাইলট প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে।

৮.১০ গবেষণা উন্নয়ন:

৮.১০.১ দেশের আবহাওয়া উপযোগি উচ্চফলনশীল তুঁত ও রেশম পোকার জাত উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দিতে হবে।

৮.১০.২ উদ্ভাবিত তুঁতজাত, রেশম পোকার জাত ও প্রযুক্তি "Farming System Research (FSR) এবং Multi Location Test (MLT) পদ্ধতি" অবলম্বনে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক **পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সাব কমিটি ২-** এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বিএসআরটিআই এর নিকট থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৮.১০.৩ প্রযুক্তি সংক্রান্ত মাঠ ভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পগুলি সুবিধাভোগীদের চাহিদার ভিত্তিতে নিরুপণ করতে হবে।

৮.১০.৪ মাঠ ভিত্তিক Multidisciplinary গবেষণা প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য অর্থায়ন করা হবে।

৮.১০.৫ মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা প্রকল্প উৎসাহিত করা হবে।

৮.১১ প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক:

রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে যে সকল প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যবিধিসমূহ প্রয়োজন বোধে পূনবির্ন্যাস করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যথাযথভাবে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বন্টন করতে হবে, যাতে বন্টনকৃত কাজসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দ্বৈততা পরিহার করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

৮.১১.১ রেশম খাতে সম্পৃক্ত সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড জাতীয় কমিটি নির্ধারণ করবে।

৮.১২ রেশম খাতের কর্মকান্ড সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজণীয় কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি ও ক্রমাগত হালনাগাদকরণ:

রেশম খাতের বিভিন্ন কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে।

৯.০ রেশম পণ্যের আমদানি শুল্ক ও কর:

রেশম পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর কাঠামো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন ডিম উৎপাদন, পলুপালন ও সুতা কাটাই/রিলিং কর্মকান্ড উৎসাহিত করার পাশাপাশি দেশীয় রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করে রেশম পণ্যের আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক ও কর সংক্রান্ত নীতিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুসরণ করা হবে এবং ভবিষ্যত বাস্তবতার নিরীখে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হবে।

৯.১ স্থানীয়ভাবে গুটি উৎপাদন উৎসাহিত করার জন্য রেশম গুটি (Cocoon) আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে।

৯.২ স্থানীয় উৎপাদনকারীদের স্বার্থ রক্ষা এবং আমদানিকৃত কাঁচা রেশম ও রেশম সুতার অবৈধ রপ্তানি রোধকল্পে কাঁচা রেশম ও রেশম সুতার উপর আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি/হ্রাস করা যেতে পারে।

৯.২ দেশের রেশম শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে রেশম বস্ত্র আমদানরি উপর কাঁচা রেশম ও রেশম সুতা অপেক্ষা অধিক হারে শুল্ক ও ভ্যাট আরোপ করা হবে।

১০ রেশম শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান:

স্বল্প বিনিয়োগ ব্যয়ে রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে। এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান নিরুপণ করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিচার করে রেশম সংক্রান্ত কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

রেশম শিল্পের উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত বিত্তহীন মহিলারা। পলুপালনে নিয়োজিত মহিলার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে গ্রামীণ মহিলাদের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে গ্রাম থেকে দুস্থ মহিলাদের শহরে আসার প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং এ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।

১১.০ বেসরকারি খাতে রেশম চাষ এবং রেশম শিল্প স্থাপন:

দেশে রেশম পণ্যের উৎপাদন বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ (ব্যক্তি উদ্যোক্তা, এনজিও, শিল্প মালিক, আমদানিকারক ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব পালনে বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১১.১ বেসরকারি খাতে রেশম চাষ যথা উন্নতমানের তুঁতপাতা, রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি ও রেশম সুতা উৎপাদন এবং রেশম শিল্প যথা- রিলিং, টুইস্টিং, উইভিং ও ডাইয়িং- ফিনিশিং প্রযুক্তির উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া হবে যাতে বেসরকারি খাতে এ শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে।

১১.২ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে জড়িত বেসরকারি উদ্যোক্তা, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করা হবে এবং রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.৩ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিনিয়োগে আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান ও স্বল্প সুদে চলতি মুলধন অর্থায়ন করা হবে।

–

১২.০ রেশম নীতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় কমিটি গঠন:

রেশম নীতির বাস্তবায়ন তদারকির উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হবে এবং এ কমিটি রেশম খাতের বিভিন্ন কর্মকান্ড উন্নয়নে প্রণীত নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করবে। নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে জাতীয় কমিটি গঠিত হবে এবং কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরুপ:

১) মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সভাপতি
২) পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট,	সদস্য
৩) পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য
৪) পরিচালক(সম্প্রসারণ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য- সচিব
৫) পরিচালক(উৎপাদন ও বিপণন) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য
৬) পরিচালক (প্রশাসন) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য
৭) ড. এম মঞ্জুর হোসেন প্রফেসর, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী	সদস্য
৮) ড. রেজিনা লাজ প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী	সদস্য
৯) প্রফেসর, ড. মোঃ ফিরোজ আলম পরিচালক, আইবিএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী	সদস্য
১০) ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান প্রফেসর, এগ্রোনমি এন্ড এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী	সদস্য
১১) ড.আমিনুজ্জামান এম সালেহ রেজা প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী	সদস্য

১২) ড. মোঃ কামরুল আহসান প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,রাজশাহী	সদস্য
১৩) মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী।	সদস্য
১৪) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (নূন্যতম উপসচিব পদের)	সদস্য
১৫) কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (নূন্যতম উপসচিব পদের)	সদস্য
১৬) অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (নূন্যতম উপসচিব পদের)	সদস্য
১৭) প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য
১৮) প্রধান উৎপাদন ও বিপণন কর্মকর্তা বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য
১৯) প্রধান পরিকল্পনা বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি:

১) প্রণীত রেশম নীতি হালনাগাদ করার সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

২) নীতি বাস্তবায়ন জটিলতা নিরসনে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিকট নির্দেশনা চাইবে।

৩) নীতি হালনাগাদ করার জন্য সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করবে। এসব আয়োজনে অংশ নেয়ার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রনালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনকে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রন জানাবে। প্রয়োজনে জাতীয় কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানেও এসব আয়োজন করতে পারবে।

৪) টেকনিক্যাল কমিটির সাথে সমন্বয় করে জাতীয় কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

৫) কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী জরীপ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৬) জাতীয় কমিটি রেশম উন্নয়নে Think Tank হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

৭) জাতীয় কমিটি বাংলাদেশে রেশম উন্নয়নের প্রয়োজনে ডকুমেন্টারী ও জার্নাল প্রণয়ন এবং প্রকাশনাসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।

পরিশিষ্ট-১

রেশম পণ্যের বিদ্যমান (২০১৮-১৯) ও অভিক্ষেপিত (২০২২-২০২৩ ও ২০২৮-২৯) চাহিদা-উৎপাদন ঘাটতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানঃ

রেশম পণ্যের নাম	২০১৮-১৯			২০২২-২৩				২০২৮-২৯			
	চাহিদা	বাস্তব উৎপাদন	চাহিদা উৎপাদন ঘাটতি	চাহিদা	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন (২০২২-২৩)	চাহিদা উৎপাদন ঘাটতি	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন (২০২৮-২৯)	চাহিদা উৎপাদন ঘাটতি
রেশম বস্ত্র(মিঃমিঃ)											
কাঁচা রেশম/ সুতা(টন)											
রেশম গুটি(টন)											
রোগমুক্ত ডিম (মিঃ সংখ্যা)											

পাদটিকা:

(১) রেশম বস্ত্রের চাহিদার(স্থানীয় ও রপ্তানী) সার্বিক প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হিসেবে ধরা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ সাল নাগাদ প্রয়োজনীয় রেশম বস্ত্রের ৯০ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ সাল নাগাদ ১০০ শতাংশ চাহিদা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা হবে।

(২) রোগমুক্ত ডিম, রেশম গুটি ও রেশম পণ্যের মোট চাহিদার ৭৫ ও ৯০ শতাংশ যথাক্রমে ২০২২-২৩ ও ২০২৮-২৯ সালের স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

(৩) ১ কেজি কাঁচার রেশম থেকে গড়ে ১৩.৩৩ মিটার বস্ত্র, ১২ কেজি রেশম গুটি থেকে ১ কেজি রেশম সুতা এবং ১০০ রোগমুক্ত ডিম থেকে ৩০ কেজি রেশম গুটি উৎপাদিত হয় বলে ধরা হয়েছে।

২৯-৩-২০২১ ১৮:১৯:৫৫ মোঃ তরিকুল ইসলাম সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	২৯-৩-২০২১ ১৮:২১:১ মোঃ আতিকুর রহমান প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ শাখা বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	২৯-৩-২০২১ ১৮:২৪:৩৮ মোহাম্মদ এমদাদুল বারী পরিচালক, সম্প্রসারণ বিভাগ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	২৯-৩-২০২১ ১৮:৩১:৫৬ মুঃ আবদুল হাকিম মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড